দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

209

তারিখ 05 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বিশেষ ক্রোড়পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগে

ডঃ সিরাজুল ইসলাম

—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে শিক্ষকগণ যোগদান করেছিলেন বিভিন্ন স্থান থেকে এসে। কলকাতা এবং ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে আগত শিক্ষকগণ ছিলেন বৃহত্তর দল। স্থানীয়রা বিদ্রুপ করে এদের বলতেন 'মোহাজের পার্টি'। ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস, প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিস, ইউরোপ থেকে যাঁরা যোগদান করেন তাঁরা সব সময় নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা ও উঁচু শ্রেণীর মনে করতেন। তাঁদেরকে বলা হতো "কুলীন কর্তা"। এদের মান মর্যাদা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা ল' কলেজ, আনন্দ মোহন কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রভৃতি থেকে অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁরা গঠন করেন আনন্দ দল। ঢাকার জমিদার আনন্দ চন্দ্র রায় এই দলের গুরু।

জগন্নাথ কলেজে বি,এ ও ঢাকা কলেজে এম, এ পড়ানো হতো। উভয় কলেজকে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পাবার জন্য। জগন্নাথ কলেজ হোস্টেলকে করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, আর ঢাকা কলেজ হোস্টেলকে করা হয় ঢাকা হল। ঐতিহ্যবাহী দু'টি শ্রেষ্ঠ কলেজকে ধ্বংস করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা অধিকাংশ নগরবাসী, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় মোটেই পছন্দ করেনি। এক দশক যাবৎ তাদের ভূমিকা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। তাদের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফোরামে সুযোগ পেলেই বিষোদগার করতেন। এঁরা ছিলেন আনন্দ দলের সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়া সমর্থক ছিল 'মোহাজের পার্টি' ও মুসলমান সম্প্রদায়। 'কুলীন কর্তারা' থাকতেন নিরপেক্ষ।

'মোহাজের' শিক্ষকদের সমর্থনের কারণ স্পষ্টতঃ অর্থনৈতিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মাইনে দেয়া হয় আঠারো শত টাকা স্কেলে যা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন স্কেলের চেয়ে প্রায় দুই গুণ বেশী; তা ছাড়া ছিল নামেমাত্র ভাড়ায় রাজকীয় বাড়ী। যেমন, রমেশ চন্দ্র মজুমদার থাকতেন বর্ধমান হাউজে (বর্তমান বাংলা একাডেমী পুরানো ভবন) বঙ্গভঙ্গ যুগে (১৯০৫–১৯১২) রমনা এলাকায় মন্ত্রী ও উচ্চ আমলাদের জন্য নির্মিত ভবনাদি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য বরাদ্দ। কলকাতায় যিনি মাইনে পেতেন চার শ' টাকা এবং থাকতেন দু'কামরার বাসায় তিনি এখানে পান হাজার টাকার উপর এবং থাকেন রাজকীয় বাড়ীতে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙ্গে গেলে তাঁদের ক্ষতি অপরিসীম। কলকাতায় ফিরে গিয়ে বেকার জীবন যাপন করা বা কম বেতনের চাকরি নেয়া একটি দুঃসহ চিন্তা বটে। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে টিকিয়ে রাখা চাই।

কিন্তু খোদ সরকার এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। ১৯১৯ সনের শাসনতন্ত্রাধীনে শিক্ষা দফতর কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রথম শিক্ষামন্ত্রী প্রভাস চন্দ্র মিত্র। তাঁর প্রথম কর্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সরকারী অনুদান হ্রাস। বাৎসরিক বারো লাখ টাকার স্থলে মাত্র ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করে তিনি উপদেশ দেন: 'কাপড় অনুপাতে কোট কাটো'। টাকা নেই শিক্ষকদের মাইনে দেবার। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন শিক্ষকদের মাইনে কমাতে। হ্রাসকৃত বেতন স্কেল দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

আদি স্কেল	
প্রফেসর	১০০০–১৮০০
রীডার	৭০০–১২০০
লেকচারার	২৫০–৫০০

সংশোধিত স্কেল	হ্রাসের হার
১০০০–১২৫০	৩৩%
৬০০–৮০০	৩৩%
২৫০–৪০০	২০%

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারী বৈরিতা এখানেই শেষ নয়, ১৯১২ সন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাণ্ডে বাৎসরিক ৫ লাখ টাকা করে জমা হতে থাকে। ১৯২২ সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ লাখ টাকায়। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ টাকা প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তর করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ টাকা দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫০ লাখ টাকা লাভের জন্য বহু দেন-দরবার করার পর সরকার রাজী হয় টাকা দেবার জন্য, কিন্তু একই সঙ্গে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাদ্দকৃত ৬৪০ একর জমি ও শতাধিক ভবনাদির জন্য মূল্য শোধ করতে হবে। মূল্য ধরা হয় ৫০ লাখ টাকা। সুতরাং পাওনা-দেনায় কাটাকাটি। বিশ্ববিদ্যালয় এক পয়সাও পেল না। ১৯২৮ সনে একটি চুক্তিবলে বিশ্ববিদ্যালয় রমনা এলাকার মালিকানা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, দেশ বিভাগের পর কোন খেসারত ছাড়াই সরকার রমনার অধিকাংশ জমি ও ভবনাদি দখল নেয়।

শিক্ষকদের মাইনে কমিয়ে দেয়া ছিল আইন বিরুদ্ধ। তবুও শিক্ষকগণ আইনের আশ্রয় নেননি। কারণ, তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, সরকারের উদ্দেশ্য ছিল একটি সংকট সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া। মোহাজের ও মুসলমান দলের আপ্রাণ চেষ্টায় শিক্ষকদের মামলা মোকদ্দমা থেকে বিরত রাখা হল। ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি আপোষ মীমাংসা হয় এই মর্মে যে, শিক্ষকগণ সংশোধিত বেতন স্কেল মেনে নেবেন তবে শতকরা ৮ টাকা কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড অটুট থাকবে। কর্তৃপক্ষ তা হ্রাস করে শতকরা ৬ টাকা করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নমত সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার "জীবনের স্মৃতিদীপে"তে উল্লেখ করেন: "ঢাকা শহরের হিন্দু অধিবাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে আদৌ ভাল চোখে দেখতেন না। প্রথম থেকেই তাদের মনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি খুব বিদ্বেষভাব ছিল।..... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সভায় ..... স্থানীয় হিন্দুদের একটি বড় দল ছিল। কোর্টের মিটিং-এ প্রায় সব বিষয়েই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন এবং নানা প্রস্তাব আনতেন। তাঁদের তর্কের উত্তর দেওয়ার ভার ছিল আমাদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকের উপর। কারণ, মুসলমান সভ্যরা যদিও আমাদের পক্ষে ভোট দিতেন তাঁদের মধ্যে তেমন বক্তা কেউ ছিলেন না" (পৃঃ ১১৭–১৮)। কোর্টের মুসলমান সদস্যদের মধ্যে এ, কে ফজলুল হক, স্যার আব্দুর রহিম, নওয়াব শামসুল হুদা প্রমুখ সুকৌশলী বক্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কদাচিৎ সভায় উপস্থিত থাকতেন। কোর্টে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় দুর্বলতা থাকায় তিনি কোর্ট সভায় শুধু লবি করতেন। তাঁর বক্তব্য প্রতিফলিত হতো জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ও আইনের অধ্যাপক ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বক্তৃতায়।

অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের মডেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, টিউটোরিয়েল ব্যবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক স্থির করা হয়। সব ছাত্রদের হলে থাকতে হতো। বিশেষ কারণে হলে না থাকতে পারলে ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ মাইল চৌহদ্দীর মধ্যে থাকতে হতো। প্রভোষ্টের দায়িত্ব ছিল বাইরে থাকা ছাত্রদের মাঝে মাঝে দেখে আসা এবং তাদের পরিবেশ ও অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়া। হলে রাতে টিউটোরিয়েল ক্লাস হতো। হাউজ টিউটরগণ ঐ সব ক্লাস পরিচালনা করতেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ টিউটোরিয়েল ক্লাশ নিতেন। নৈশ টিউটোরিয়েল ক্লাস ছাড়াও ক্লাসের ছাত্রদের কতিপয় গ্রুপে বিভক্ত করে কোন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হতো। ঐ সব ছাত্রদের একাডেমিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য দায়ী ছিলেন ক্লাস টিউটর। অর্থাৎ ছাত্ররা হলে ছিল হাউজ টিউটরের তত্ত্বাবধানে আর বিভাগে থাকতো ক্লাস টিউটরের তত্ত্বাবধানে।

ঢাকা কলেজ হোস্টেলকে কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকা হলে রূপান্তরিত করলে এর প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে ক্ষোভকে নিরসন করার লক্ষ্যে গঠিত হয় Dacca College and Dacca Hall old Boys Association. তেমনি গঠিত হয় Jagannath College and Jagannath Hall old Boys Association, প্রতি বছর এসব সমিতির পুনর্মিলন সভা হতো। সভায় বহু পুরানো ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানানো হতো তাদের সমকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য। সাধারণ ছাত্ররা তাঁদের মুখে গল্প শুনে দারুণ আমোদ পেতো এজন্য যে, আগের জীবন ছিল কতই না সরল সহজ। যেমন বর্তমান ছাত্ররা শুনে হাসে যে, আগে ছাত্ররা ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করতে পারতো না, করলে প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে আয়ার সামনে আলাপ করতে হতো।

জগন্নাথ হলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক নাটক ছিল বিশ্ববিদ্যালয় তথা সারা শহরের সেরা আকর্ষণ। সাধারণতঃ ধর্মীয় বিষয় নিয়েই হতো নাটক। নারী চরিত্রে ছেলেরাই রূপদান করতো। শহরের প্রতি গৃহে জনপ্রিয় নাট্যকারদের মধ্যে ছিলেন টোনা, কালা, সুপতি, বিলু। এদের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে, এদের নামে বিড়ি, আলতা, জর্দা প্রভৃতি পণ্যের নামকরণ করা হয়। একবার কলকাতা থেকে এক অভিনেত্রী আনা হয়, কিন্তু জনতার চাপে ঐ অভিনেত্রীর বদলে পুরুষ টোনাকে নারীর ভূমিকায় নামানো হয়। নাটক হতো দু'দিন। একদিন পুরুষদের জন্য আরেকদিন মহিলাদের জন্য।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকল্যাণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সচেতন নীতি। শিক্ষক এবং ছাত্রেরা সম্মিলিত ভাবে কমিটি গঠন করে সমাজ সেবার জন্য। সমাজ সেবার মধ্যে ছিল কলেরা বসন্তের টিকা-ইনজেকশন দেয়া, পরিবেশ পরিষ্কার করা ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অধস্তন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য নৈশ স্কুল স্থাপন করা। সমাজ কল্যাণ কর্ম কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় Social Service league. লীগের উদ্যোগে আশেপাশের গ্রামগুলোতে নৈশ স্কুল স্থাপন করা হয়। ঐ সব নৈশ স্কুল থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিক পাশ করে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত হয়েছেন, এমনও অনেকে আছেন।

ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল University Debating Club এবং কেন্দ্রীয় University Athletic Club. বিতর্কের পক্ষে ও বিপক্ষে নেতৃত্ব দিতেন দু'জন শিক্ষক। সামরিক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পেতো বিতর্কে। ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমিতে সামরিক প্রশিক্ষণে ছাত্রদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। ১৯২৬ সনের বার্ষিক বিতর্কের বিষয় ছিল Compulsory Military Training Shoud not be Introduced. ইহা প্রস্তাব করেছিলেন পাদ্রী শিক্ষক H. D. Northfield এবং বিপক্ষে নেতৃত্ব দেন শিক্ষক ।. N, Ghosh, বিতর্কে পাদ্রী পক্ষ হেরে যায়। উল্লেখ্য যে, শিক্ষক ও ছাত্রগণ অনেক দেন দরবার করে প্যারা মিলিটারী টেরিটোরিয়েল ফোর্স কমিটির অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ে University Officer's Training Crops গঠন করে (১৯২৮)। ছাত্রশিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত সমস্ত গঠনমূলক কমিটিই এখন একে একে বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু UOTC এখনো টিকে আছে অন্য নামে।

এক নজরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১৯৭২ থেকে ১৯৮৬)

	১৯৭২–৭৩	১৯৮৫–৮৬
অনুষদ	৫ ২	৬ ৩
বিভাগ	৩২	৩৬
ইনষ্টিটিউট	৫	৭
ব্যুরো ও কেন্দ্র	১	১০
হল	৯	১৪ (২টি নির্মীয়মানসহ)
উপাদানকল্প কলেজ	৭	২৩
অধিভুক্ত কলেজ	১১৬	১৭১
শিক্ষক	৫৭২	১,০১৭ (৩০–৬–৮৬)
ছাত্র-ছাত্রী	১৩, ১৬৭	১৬, ৮৯৪
	(শিক্ষাবর্ষ অতিক্রান্তসহ (৮৪–৮৫ সেশনের)	
প্রকাশনা	৩০	৭৮
	(১৯২১–৭২)	(১৯২১–৮৬)